বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয় 'কৃষি ব্যাংক ভবন'
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
কৃষি ও পল্লী ঋণ বিভাগ
www.krishibank.org.bd.

বিকেবি/প্রকা/কৃপবি-১৯৯(অংশ-৩)/২০২৩-২০২৪/ ১২৫ তারিখ ঃ ১৭/০১/২০২৪

মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক (সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)।
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় ঃ স্বনির্ভর ঋণসমূহ আদায়করণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে ক্রেডিট বিভাগের পত্র নং প্রকা/ক্রেবি/রুমাবি-১৯৯(অংশ-২)/২০২৩-২০২৪/৮৯৮(১২০০) তারিখ ১৬-১০-২০২৩ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে এবং শ্রেণীকৃত ও শ্রেণীযোগ্য ঋণসমূহ আদায় না হওয়ায় বিতরণকৃত অনাদায়ী ঋণ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কমিটি পূর্বতন সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিকেবি'র নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় এনে বিশেষ করে শস্য ঋণ/বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০(দশ) টাকার হিসাবধারীদের পুনঃ অর্থায়ন স্কীমসহ নতুন করে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অন্য কোন খাতে ঋণ প্রদান করার জন্য ইতিপূর্বে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

০৩। স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণের অধিকাংশ ঋণ খেলাপী হয়ে পড়ায় উক্ত ঋণ আদায় জোরদারকরণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঋণের খাত পরিবর্তন করে প্রচলিত নীতমালা ও বিধিবিধান অনুসরনপূর্বক কৃষি ঋণ অথবা ১০/৫০/১০০ টাকার হিসাবধারীদেরকে ক্ষুদ্র ব্যবসার লক্ষ্যে ঋণ প্রদান, সুদ মওকুফ, অবলোপন ও আইনি ব্যবস্থা ইত্যাদি যৌক্তিকভাবে প্রয়োগ করে স্বনির্ভর ঋণ স্থিতি ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা/ঋণ হিসাব বন্ধ এবং সর্বোপরি সকল প্রকার নিয়মনীতি ও কলা কৌশল ব্যবহার করে NPL ঋণসমূহ আদায় করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য BKB Risk Management Unit এর নভেম্বর/২০২৩ মাসের সভায় মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।

০৪। BKB Risk Management Unit এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঋণ আদায় বিভাগের পত্র নং-প্রকা/আদায়-২(১)/২০২৩-২০২৪/১৪৮ তারিখঃ ২৯/০৮/২০২৩ এর মাধ্যমে জারীকৃত ঋণ অবলোপন নীতিমালা এবং ঋণ আদায় মহাবিভাগের পরিপত্র নং-২/২০১৮ তারিখঃ ০৬/০৮/২০২১৮ মোতাবেক সুদ মওকুফ নীতিমালার (কপি সংযুক্ত) আওতায় শ্রেণীকৃত ঋণসমূহের অবলোপন প্রস্তাব ও সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক প্রধানগণ স্বনির্ভর খাতে বিতরিত ঋণ আদায়ের বিষয়টি নিয়মিত পরিধারণ করবেন।

সংযুক্তি-০৯(নয়)পাতা।

আপনার বিশ্বস্ত,

(খান ইকবাল হোসেন)
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
ও
সভাপতি
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিকেবি/প্রকা/কৃপবি-১৯৯(অংশ-৩)/২০২৩-২০২৪/ তারিখ ঃ ১৭ জানুয়ারী ২০২৪

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। অধ্যক্ষ, বিকেবি,স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৬। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৯। নথি/মহানথি।

১৭/০১/২০২৪

(মোহাঃ খালেদুজ্জামান)
মহাব্যবস্থাপক
(পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়।
৮৩-৮৫,মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা,ঢাকা-১০০০
ঋণ আদায় বিভাগ।

ফোনঃ ০২২২৩৩৮৩১৬৫
Email:
dgmrecovery@krishibank.org.bd

প্রকা/আদায়-২(১)/ অবলোপন /২০২৩-২০২৪/১৪৮

তারিখ ঃ ২৯-০৮-২০২৩খ্রিঃ

ই-মেইলযোগে

মহাব্যবস্থাপক
সকল বিভাগীয় কার্যালয়/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়
উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয় ঃ **ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন (write off) নীতিমালা।**

প্রিয় মহোদয়

শিরোণামের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০১/২০১৯ ও ০১/২০২৩ তারিখ যথাক্রমে ০৬/০২/২০১৯ ও ০৫/০১/২০২৩ এর প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো (কপি সংযুক্ত)।

০২। ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যথাযথ পর্যালোচনা ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাহক/প্রকল্প নির্বাচন, ঋণ/বিনিয়োগ অনুমোদন ও মঞ্জুরী পরবর্তী সময়ে নিবিড় মনিটরিং সত্ত্বেও বিদ্যমান বিবিধ ঝুঁকির কারণে কিছু ঋণ আদায় দীর্ঘমেয়াদে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বিরূপভাবে শ্রেণিকৃত ঋণ দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী থাকায় ব্যাংকের স্থিতিপত্র অনাবশ্যক স্ফীত হয় বিধায় নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক এসকল মন্দ ঋণ অবলোপন করা হয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। দেশের ব্যাংকিং খাতের বর্তমান বাস্তবতা, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা, আইনী কাঠামো যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন এর বিষয়ে উল্লিখিত সার্কুলারদ্বয় অনুযায়ী বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবেঃ

ক। অবলোপনযোগ্য ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ চিহ্নিতকরণঃ

যে সকল ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বকেয়া দীর্ঘদিন আদায় বন্ধ রয়েছে ও নিকট ভবিষ্যতে কোনরূপ আদায়ের সম্ভাবনাও নেই এবং যে সকল ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব একাদিক্রমে ০৩(তিন) (৩০ জুন সূত্র তারিখে) বছর মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত রয়েছে এরূপ ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন করা যাবে। তবে, মৃত ব্যক্তির নিজ নামে অথবা তাঁর একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত ঋণ হিসাব ঋণ-শ্রেণিমান নির্বিশেষে ও অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী মামলাযোগ্য না হলে মামলা দায়ের ব্যতিরেকে ঋণ অবলোপন করা যাবে। তবে একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উপার্জনক্ষম উত্তরসূরী রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় নিতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণ অবলোপনের অন্যান্য সকল নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

খ। ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপন পদ্ধতিঃ

১) অবলোপনযোগ্য ঋণ/বিনিয়োগ এর বিপরীতে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি (যদি থাকে) নিয়মানুগভাবে বিক্রয়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ, ব্যাংক নিশ্চয়তা প্রদানকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে পাওনা অর্থ আদায়ে সমর্থ না হলে উক্ত ঋণ হিসাবে অবলোপন করা যাবে।

২) অবলোপনের জন্য নির্বাচিত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে পূর্বে আইনগত ব্যবস্থা সূচিত না হয়ে থাকলে অবলোপনের পূর্বে অবশ্যই অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে হবে। তবে, কৃষি এবং সিএমএসএমই ঋণসহ অন্যান্য খাতের ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপনের জন্য বাছাইকৃত ক্ষুদ্র অংকের ঋণের ক্ষেত্রে মামলা খরচ ঋণস্থিতি বিবেচনায় প্রায়শঃই অধিক হয় বিধায় অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর আওতায় অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মামলাযোগ্য না হলে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র অংকের ঋণ অবলোপনের আবশ্যকতা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে আদালতে মামলা দায়ের ব্যতিরেকে ঋণ অবলোপন করা যাবে।

৩) অবলোপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের স্থিতি হতে রক্ষিত স্থগিত সুদ বাদ দেয়ার পর অবশিষ্ট ঋণস্থিতির সমপরিমাণ প্রভিশন সংরক্ষিত থাকতে হবে। এক্ষেত্রে অবলোপনের জন্য চিহ্নিত প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে রক্ষিত প্রভিশন পর্যাপ্ত না হলে ব্যাংকের চলতি বছরের আয় খাত বিকলন করে অবশিষ্ট প্রভিশন সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪) কোন ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব আংশিকভাবে অবলোপন করা যাবে না।

৫) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব অবলোপন করা যাবে না।

চলমান পাতা-০২

গ। **অবলোপন-পরবর্তী আদায় কার্যক্রমঃ**

১) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৮(ক) ধারা অনুযায়ী অবলোপনের পরও সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ এর উপর ব্যাংকের দাবী বহাল থাকবে। অবলোপন-পরবর্তী সময়ে উক্ত অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

২) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের জন্য বিদ্যমান debt collection unit (ক্রেডিট পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল-২০১৯ এর অনুচ্ছেদ নং ২৫.১০) এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৩) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে দায়েরকৃত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা কিংবা অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য বিআরপিডি সার্কুলার নং ০২/২০১৫ এর আলোকে প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করা যাবে।

ঘ। **অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব রিপোর্টিং পদ্ধতিঃ**

১) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর হিসাব একটি পৃথক লেজারে সংরক্ষণ করতে হবে এবং ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীতে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৩৮ ধারায় বর্ণিত তফসিলের "আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতির নির্দেশনা" অনুযায়ী রিপোর্ট করতে হবে।

২) খেলাপী ঋণগ্রহীতার ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন করা হলেও সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা তাঁর ঋণের দায় সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত যথানিয়মে খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হবেন। অবলোপনকৃত ঋণ হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো(সিআইবি)-তে BLW হিসেবে যথারীতি রিপোর্ট করতে হবে।

৩) ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন সংক্রান্ত তথ্য বিআরপিডি সার্কুলার নং ০৪/২০১২ তারিখঃ ২৫/০১/২০১২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের EDW portal ব্যবহার করে T_PS_Q_LNREC_RECOVERY টেমপ্লেট এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

ঙ। **অন্যান্য বিধি-নিষেধঃ**

১) অবলোপনকৃত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব পুনঃতফসিল বা পুনর্গঠন করা যাবে না। শুধুমাত্র Exit Plan এর আওতায় এরূপ ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব এর পরিশোধসূচী নির্ধারণ করা যাবে। তবে, উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবসমূহ শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে অত্র পত্রের ২(ঘ) এর ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা বলবৎ থাকবে।

২) ব্যাংকের পরিচালক বা প্রাক্তন পরিচালক অথবা পরিচালক থাকাকালীন সময়ে ঐ ব্যক্তির নিজের/স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৭(২) ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী) নামে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৩) এই নীতিমালা জারির দ্বারা এতদসংক্রান্ত ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল নির্দেশনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৩। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ঋণ/বিনিয়োগ অবলোপন নীতিমালা জারী করা হলো। উল্লেখ্য, অবলোপন প্রস্তাব প্রস্তুতকরণে "পরিশিষ্ট ক ও খ" এবং এতদসংক্রান্ত হিসাবায়নে ক্রেডিট পলিসি এন্ড অপারেশন ম্যানুয়েল-২০১৯ এর পরিচ্ছেদ-২৫ পরিপালনীয় হবে ।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

২৯/০৮/২০২৩

(মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ফকির)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

প্রকা/আদায়-২(১)/ অবলোপন /২০২৩-২০২৪/১৪৮

তারিখ ঃ ২৯-০৮-২০২৩ খ্রিঃ

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি স্টাফ কলেজ, মিরপুর , ঢাকা।
০৫। সচিব, পর্ষদ সচিবালয়/ সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/বিভাগীয় প্রধান, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। অত্র পত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বিকেবি।
০৭। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বিকেবি ।
০৮। নথি

২৯.০৮.২০২৩

(আবু জাফর মোহাম্মদ মহিউদ্দিন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ঋণ আদায় বিভাগ।

তারিখঃ ০৬.০৮.২০১৮খ্রিঃ

ঋণ আদায় মহাবিভাগ পরিপত্র নং-০২/২০১৮

বিষয় ঃ সুদ মওকুফ নীতিমালা প্রসংগে।

এ দেশের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিভিন্ন সময়ে কৃষকদের ফসলহানিসহ কৃষি পন্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন/বন্ধ হওয়াসহ অন্যান্য ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। এ ধরণের প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময়ে ঋণের সুদ মওকুফ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারী করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত সুদ মওকুফ সংক্রান্ত নির্দেশনা নিম্নরূপ ঃ

(ক) অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যাংকিং অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা-১ হতে জারীকৃত ২৯-০৬-২০০৬ তারিখের অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/ বিবিধ-১০/২০০১-২০৭ নং পত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়াত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ঃ

(১) আরোপিত সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে Cost of fund recovery নিশ্চিত করে এবং ব্যাংকের Income account debit না করেই তা বিবেচনা করতে হবে;

(২) সকল দায় দেনা পরিশোধ করে ব্যাংকের ঋণ হিসাব অবসায়ন (Close) করার ক্ষেত্রে প্রতিটি কেইস মেরিট ভিত্তিতে ব্যাংক/পর্ষদ বিবেচনা করবে, তবে Cost of fund recovery নিশ্চিত করেই সুদ মওকুফের সুবিধা দিতে হবে;

(৩) অনারোপিত সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংক/পর্ষদ প্রতিটি কেইসের যথার্থতা (Merit) বিবেচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।"

(খ) অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, ব্যাংকিং অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা-১ এর ১৩-১১-০৬ তারিখের অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/ বিবিধ-১০/২০০১-৩৬২ নং পত্রের মাধ্যমে উপরোক্ত ২৯-০৬-২০০৬ তারিখের অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/বিবিধ-১০/ ২০০১-২০৭ নং পত্র মূলে সুদ মওকুফ নীতিমালা সংক্রান্ত গৃহীত প্রস্তাবসমূহের ৪নং ক্রমিকে নিম্নে বর্ণিত অনুচ্ছেদটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ঃ

" কেবলমাত্র ৫.০০(পাঁচ) লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মড়ক, নদীভাংগন বা এ ধরণের দুর্দশার কারণে প্রতিটি কেসের যথার্থতা (Merit) বিবেচনা করে ব্যাংক/পর্ষদ এ নীতিমালার শর্তাবলী শিথিল করার বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে।"

(গ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, ব্যাংকিং অনুবিভাগ, প্রশাসন অধিশাখা-১ এর ১২-০২-২০০৮ তারিখের পত্র নং-অম/ অবি/ ব্যাংকিং/ প্রশা-১/বিবিধ-১০/২০০১(অংশ-১)/৬৭ এর মাধ্যমে ২৯-০৬-২০০৬ তারিখের অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/বিবিধ-১০/ ২০০১-২০৭ নং সূত্রমূলে জারীকৃত সুদ মওকুফ নীতিমালা স্পষ্টীকরণ সংক্রান্ত মূল আদেশটি বহাল রেখে বিদ্যমান নীতিমালার উপর সুদ মওকুফের জন্য নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে Cost of fund recovery এর বিষয়ে শর্ত শিথিল করা যেতে পারে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ঃ

(১) বিক্রিত ও বন্ধ প্রকল্পের ক্ষেত্রে এবং অবলোপনকৃত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে (অবলোপনকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালার সকল শর্ত পুরণ সাপেক্ষে);

(২) ঋণের জামানত, সহ-জামানত, প্রকল্প সম্পত্তি এবং প্রকল্প উদ্যোক্তাগণের ব্যক্তিগত সম্পদ বিক্রয় হতেও Cost of fund পুরণ করা না গেলে;

(৩) (ক) যদি পাওনা আদায়ের সকল আইনগত ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের পরও পাওনা আদায় করা না যায়;

(খ) অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৪৭ (১) ধারা অনুযায়ী কোন ঋণ গ্রহীতার উপর দায় এমনভাবে আরোপ করা যাবে না, যাতে আদালতে উত্থাপিত সমুদয় দাবী আসল ঋণ অপেক্ষা ২০০%(১০০+২০০=৩০০ টাকা) এর অধিক হয়। এ আইনের আলোকে ব্যাংক কর্তৃক যে সকল ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে আসল ঋণের তিন গুণ আদায় হয়েছে কিন্তু তারপরও ঋণ স্থিতি (Loan outstanding) রয়ে গেছে সে সকল ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে;

(৪) Distressed case অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগ,মড়ক,নদী ভাঙ্গন বা দুর্দশাজনিত কারণে ১০.০০(দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে।

Cost of fund recovery সংক্রান্ত শর্ত শিথিলের বিষয়ে প্রতিটি Case এর Merit বিবেচনা করে Case to Case ভিত্তিতে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

(ঘ) বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা, রবিবার, ডিসেম্বর ১৪, ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন এস,আর, ও নং- ২৮১-আইন/২০১৪ এর Part-II -Financial Powers সংক্রান্ত (j) নং পরিচ্ছেদে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সুদ মওকুফ সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে ঃ

(j) to exercise power relating to remit interest loans bearing principal amount up to Tk.5.00 lac without debiting income head which are classified as bad and loss in last year closing following the existing rules,regulations & policies as under:

(i) maximum 100% of unrealized charged interest;

(ii) maximum 100% of uncharged interest;

provided that situation report of remitting interest should be informed to the Board on monthly basis.

২.০ অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত সুদ মওকুফ নীতিমালার আলোকে বর্তমান সুদ মওকুফ নীতিমালা সহজীকরণ করার জন্য ৩১-০৭-২০১৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৭১৫ তম সভার অনুমোদনক্রমে সকল পর্যায়ে অনুসরণ করার জন্য সকল ধরণের ঋণের (চা ঋণ ব্যতীত) সুদ মওকুফ নীতিমালা জারী করা হলো, যা ০৬-০৮-২০১৮ইং তারিখ হতে কার্যকর হবে;

৩.০ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সুদ মওকুফের আবেদন করতে পারবেন ঃ

(ক) ঋণ গ্রহীতা;
(খ) ঋণ গ্রহীতার উত্তরাধিকারী/ উত্তরাধিকারীগণ (ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে);
(গ) ঋণের জামিনদাতা/ উত্তরাধিকারী/ উত্তরাধিকারীগণ (জামিনদাতার মৃত্যু হলে);
(ঘ) বন্ধকদাতা/ বন্ধকদাতার উত্তরাধিকারী/ উত্তরাধিকারীগণ (বন্ধকদাতার মৃত্যু হলে);

৪.০ সুদ মওকুফ আবেদন/প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ/বিবেচনাকালে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণ ও পরিপালন করতে হবে ঃ

৪.১ ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের তদন্তে তাঁর আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে যৌক্তিক বিবেচিত হলে ঋণের সুদ মওকুফের প্রস্তাব ঋণ গ্রহীতার আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে অবশ্যই স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়/কর্পোরেট শাখা/শাখা হতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সুপারিশসহ সুদ মওকুফের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে;

৪.২ মাঠ কার্যালয়সমূহ হতে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরিতব্য প্রস্তাব বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে;

৪.৩ প্রধান কার্যালয়ের বিবেচনার নিমিত্তে সুদ মওকুফের জন্য সুপারিশকৃত ঋণ "মন্দ/ ক্ষতি (B/L)" হিসাবে শ্রেণীবিন্যাসিত হতে হবে;

চলমান পাতা-২

৪.৪ কৃষি ঋণ সহ অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রে সুদ মওকুফের প্রস্তাব এবং প্রকল্প ও চলতি মূলধন ঋণের সুদ মওকুফের প্রস্তাবের জন্য পৃথক পৃথক নির্ধারিত ছক ব্যবহার করতে হবে;

৪.৫ ঋণ হিসাবটি কেন খেলাপী হয়ে পড়েছে তা সরেজমিনে সতর্কতার সাথে তদন্ত করে সুদ মওকুফ প্রস্তাবে উল্লেখ করতে হবে। এরূপ তদন্তকালে যদি প্রতীয়মান হয় যে, ঋণগ্রহীতা স্বভাবগতভাবে ঋণ খেলাপী, সেক্ষেত্রে সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনা না করে আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

৪.৬ ঋণে অর্জিত সম্পত্তি বিনষ্ট হলে, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতি হলে, ঋণে স্থাপিত যন্ত্রপাতি অকেঁজো এবং মেরামতের অযোগ্য হলে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঋণগ্রহীতা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হলে অথবা ঋণগ্রহীতা যে কোন কারণে একেবারে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়লে, সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের ঋণগ্রহীতা উত্তরাধিকারী রেখে মারা গেলে এবং উত্তরাধিকারী ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনা করা যাবে;

৪.৭ সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রেরণকালে ব্যাংক কর্মকর্তা/শাখা ব্যবস্থাপকগণ ঋণ গ্রহীতার প্রকল্প, ঋণে অর্জিত সম্পত্তি ও বর্তমান ব্যবসা/ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শনে যদি নিশ্চিত হন যে, সুদ মওকুফ দেয়ার পর মওকুফ বাদে অবশিষ্ট পাওনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার সদিচ্ছা রয়েছে, কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই তাদের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য প্রেরণযোগ্য হবে। অন্যথায় বিদ্যমান আইনের আওতায় ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে;

৪.৮ ব্যাংকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রীট পিটিশনের আওতাধীন কোন ঋণের সুদ মওকুফ বিবেচনা করা যাবে না;

৪.৯ ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ঋণ হিসাবের সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনার পূর্বে অনাদায়ী ঋণের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানতি সম্পত্তি অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ১২ ধারা মোতাবেক বিক্রির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক জামানতি সম্পত্তি বিক্রি করতে ব্যর্থ হলে সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে;

৪.১০ বন্ধকি সম্পত্তি নদীগর্ভে বিলীন হলে সুদ মওকুফ প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার(ভূমি) অথবা তহশীল অফিস থেকে সংগৃহীত গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেট (নদীগর্ভে বিলীনকৃত জমির মৌজা, খতিয়ান ও দাগ নম্বর উল্লেখসহ) সংযুক্ত করতে হবে;

৪.১১ কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প (পোলট্রি,ডেইরী, মৎস্য ইত্যাদি) এর সুদ মওকুফের যৌক্তিকতা হিসেবে মুরগীর মড়ক, নিম্নমানের বাচ্চার কারণে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত, ডিমের মূল্য কমে যাওয়া, মাছের মড়ক ইত্যাদি কারণে প্রকল্প/ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/মৎস্য কর্মকর্তা/Technical Person এর মতামত/প্রত্যয়নপত্র এবং প্রকল্প রুগ্ন/বন্ধ হলে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রত্যয়নপত্র সুদ মওকুফ প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করতে হবে;

৪.১২ মাঠ পর্যায়ের সুদ মওকুফ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ/কমিটি কর্তৃক সুদ মওকুফ করা হলে মওকুফ বাদে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধের সময়সীমা সর্বোচ্চ ৩(তিন) মাস নির্ধারণ করা যাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হলে মওকুফ আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অনাদায়ী পাওনা আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪.১৩ ডিএমডি পরিপত্র নং-০৭/২০০৩,তারিখ ২৮-০৬-০৩ মোতাবেক আইন বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুযায়ী অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ধারা -২২ এর মধ্যস্থতা সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মামলাকৃত কোন ঋণ হিসাবে দাবীকৃত সম্পূর্ণ টাকা বা দাবীর কম টাকা আদায় হলে ঋণের অবশিষ্ট স্থিতি অবলোপন/সুদ মওকুফের নিমিত্তে পর্ষদ সভার অনুমোদন/অবহিতকরণের লক্ষ্যে পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ প্রচলিত ছক মোতাবেক প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

৪.১৪ Cost of fund হারে সুদ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে,

(ক) ঋণ বিতরণের তারিখ হতে SMA পর্যন্ত প্রচলিত সুদ হার প্রযোজ্য হবে;

(খ) SS হতে প্রস্তাব প্রেরণ পর্যন্ত সময়কালের জন্য সর্বশেষ Cost of fund হার প্রযোজ্য হবে;

(গ) Cost of fund সরল সুদ হারে নির্ণয় করতে হবে। ফর্মূলাঃ- $\dfrac{\text{মোট দৈনিক প্রডাক্ট} \times \text{Cost of fund এর হার}}{৩৬০*১০০}$

(ঘ) কার্যকরী সুদের হার ঃ ফর্মূলাঃ $\dfrac{৩৬০ \times ১০০ \times \text{(আদায়কৃত+আদায়যোগ্য সুদ)}}{\text{মোট দৈনিক প্রডাক্ট}}$

ব্যাখ্যাঃ

আদায়কৃত সুদ + আদায়যোগ্য সুদ ঃ মওকুফের ভিত্তি তারিখ পর্যন্ত আদায়কৃত সুদ + আদায়যোগ্য সুদ।

মোট দৈনিক প্রডাক্ট নির্ণয়ঃ-

ক. চলতি ও তলবি ঋণের ক্ষেত্রেঃ - চলতি ও তলবি ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখে ঋণ স্থিতিকে মূলঋণ হিসেবে গণ্য করতে হবে। পরবর্তী সময়ে উত্তোলন, মামলা বা অন্যান্য খরচ যথা- আইনি খরচ, গোডাউন কিপারের বেতন, গুদাম ভাড়া, বীমা খরচ, আবগারি শুল্ক, অন্যান্য খরচ ইত্যাদি বিকলন এবং বিভিন্ন তারিখে আদায়ের ভিত্তিতে পৃথকভাবে একটি শ্যাডো হিসাব বিবরণী তৈরী করতে হবে। এভাবে প্রস্তুতকৃত শ্যাডো হিসাব বিবরণী অনুযায়ী দৈনিক প্রডাক্ট এর ভিত্তিতে মোট দৈনিক প্রডাক্ট নির্ণয় করতে হবে।

খ. মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ঃ - মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীকরণের তারিখ থেকে মোট দৈনিক প্রডাক্ট নির্ণয় করতে হবে।

৪.১৫ ডাউন পেমেন্ট পরিশোধ সংক্রান্ত নির্দেশনাঃ
সকল প্রকার ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে অনাদায়ী লেজার স্থিতির ১০% ডাউন পেমেন্ট হিসাবে গ্রহণ করতে হবে(তবে ডাউন পেমেন্ট এর টাকা আবেদনের তারিখসহ পূর্ববর্তী ৬০ দিনের মধ্যে আদায়কৃত টাকা ডাউন পেমেন্ট হিসাবে বিবেচনা করা যাবে) ;

৪.১৬ আয় খাত ডেবিট করে সুদ মওকুফকরণ নিরুৎসাহিত করতে হবে;

৪.১৭ মওকুফকৃত সুদের টাকা ব্যাংকের খরচ বিধায় শাখার আয়/ব্যয় তথা মুনাফার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সুদ মওকুফের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

৪.১৮ সুদ মওকুফ কার্যকর করার লক্ষ্যে কোন অবস্থাতেই আদায়কৃত টাকা ফেরত দেয়া যাবে না;

৪.১৯ সুদ মওকুফের কার্যকর সময়কাল বর্ধিতকরণঃ

(ক) যৌক্তিক কারণে কোন ঋণগ্রহীতা সুদ মওকুফোত্তর পরিশোধযোগ্য পাওনা মওকুফ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেয় তারিখের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হলে এবং ঋণগ্রহীতা পরবর্তী সময়ে আদায়যোগ্য পাওনাসহ ব্যাংকের প্রচলিত হারে বিলম্বকালীন সুদ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে মওকুফের সময়সীমা বর্ধিতকরণের আবেদন দাখিল করলে এবং আবেদন যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হলে সুদ মওকুফ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বর্ধিত সময়ের অনুমোদন দিতে পারবেন ;

(খ) সুদ মওকুফ সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের সুদ মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য পাওনা/পাওনার কিস্তি পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ হতে কিসমে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য দৈনিক প্রডাক্টের ভিত্তিতে ব্যাংকের প্রচলিত সুদের হার অনুযায়ী সরল হারে সুদ আরোপ করতে হবে;

৪.২০ মহাব্যবস্থাপক,এলপিও/উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখা এবং শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক সুদ মওকুফ আবেদনে প্রদত্ত আবেদনকারীর স্বাক্ষর যাচাইপূর্বক সঠিকতা নিশ্চিত হয়ে স্বাক্ষর সত্যায়িত করাসহ সুদ মওকুফের স্বপক্ষে আবেদনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত প্রমানাদি/দলিল পত্রাদির সঠিকতা যাচাই করে প্রত্যায়ন করতে হবে ; এবং

৪.২১ সুদ মওকুফ সুবিধা গ্রহণকারী ঋণগ্রহীতাগণকে পরবর্তীতে কোনক্রমেই পুনরায় ঋণ প্রদান করা যাবে না। তবে, ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণগ্রহীতাদের সুদ মওকুফ সুবিধা গ্রহণের পরেও পুনরায় ঋণ প্রদান করা যাবে ;

৪.২২ সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রেরণ কালে বন্ধকীকৃত জামানতি সম্পত্তি পুণঃমূল্যায়ন করতে হবে।

৪.২৩ (ক) ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে তদপূর্ববর্তী বছরের ৩০ শে জুন হিসাব সমাপনীতে ঋণটি (B/L) শ্রেণীকৃত থাকতে হবে।

(খ) ৫.০০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে ঋণের সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে ঋণটি তদপূর্ববর্তী ৩০ শে জুন পর্যন্ত ৩(তিন) বছরের (B/L) শ্রেণীকৃত থাকতে হবে।

৪.২৪ সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচিত হলে মওকুফোত্তর অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধের উৎস ও কত দিনে পরিশোধ করবেন এ বিষয়ে ঋণগ্রহীতার ঘোষণা এবং শাখা ব্যবস্থাপকের মতামত নির্দিষ্ট ছকে প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করতে হবে;

চলমান পাতা-৩

৫.০ **EXIT POLICY** এর ক্ষেত্রে সুদ মওকুফ ঃ

শ্রেণীকৃত/ অবলোপনকৃত ঋণ এককালীন পরিশোধের শর্তে ঋণগ্রহীতা মওকুফ অবশিষ্ট টাকা সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সুদবিহীন পরিশোধ করলে Case to Case ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সুবিধা বিবেচনা করা যাবে। তবে ৫.০০ লক্ষ টাকার নীচে ঋণের সুদ মওকুফের বিষয়টি পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করতে হবে।

৫.১ মামলাবিহীন ঋণের সুদ মওকুফ ঃ

(ক) অনারোপিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য;
(খ) ৫২ স্থগিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য;
(গ) দীর্ঘ দিনেরশ্রেণীকৃত ঋণ আদায় বিবেচনায় এনে যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা পরিপালনপূর্বক প্রভিশন আয় খাত ডেবিট না করে জামানতের মূল্য মওকুফ অবশিষ্ট দায়ের তুলনায় বেশী হলে মূল ঋণের ৩ (তিন) গুণ ও অন্যান্য চার্জ অথবা Cost of fund আদায় করতে হবে।

৫.২ ব্যাংকে কর্তৃক দাখিলকৃত মামলাধীন ঋণের সুদ মওকুফঃ

মূল মামলার দাবীকৃত টাকা জামানতের মূল্য অপেক্ষা কম হলে (মওকুফ অবশিষ্ট অর্থ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে পরিশোধিত হলে) ঃ

(ক) অনারোপিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফ করা যাবে ;
(খ) Case to Case ভিত্তিতে ৫২-স্থগিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য ;

৫.৩ মূল মামলার দাবীকৃত টাকা জামানতের মূল্য অপেক্ষা বেশী হলে (মওকুফ অবশিষ্ট অর্থ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে পরিশোধিত হলে)ঃ

(ক) অনারোপিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য;
(খ) কেইস টু কেইস ভিত্তিতে ৫২ স্থগিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য;

৫.৪ **EXIT POLICY** তে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হলে এবং ১(এক) বছরের মধ্যে পরিশোধ করলে অবশিষ্ট সময়ের জন্য কষ্ট অব ফান্ড হারে তাছাড়া ১ বছর উত্তীর্ণ হলে পরবর্তীতে প্রযোজ্য হারে সুদারোপ করতে হবে।

৬.০ ডাউন পেমেন্টঃ

Exit Policy এর ক্ষেত্রে ঃ

(ক) মামলাবিহীন ঋণের ক্ষেত্রেঃ চলমান ও ডিমান্ড লোনের লেজারস্থিতির অন্যূন ৫% এককালীন ঋণ হিসাবে নগদে জমাকরন। মেয়াদী ঋণের খেলাপী কিস্তির ১০% অথবা লেজারস্থিতির ৫% এ দু'য়ের মধ্যে যেটি কম।
(খ) মামলাকৃত ঋণের মূল স্যুট ভ্যালুর অন্যূন ৫% ও হালনাগাদ মামলা খরচসহ আনুষাঙ্গিক অন্যান্য খরচ এককালীন নগদে পরিশোধ পূর্বক সুদ মওকুফের আবেদন করতে হবে।

Exit Policy ব্যতিতঃ

(ক) মামলাবিহীন ঋণের ক্ষেত্রেঃ চলমান ও ডিমান্ড লোনের লেজারস্থিতির অন্যূন ১০% এককালীন ঋণ হিসাবে নগদে জমাকরন। মেয়াদী ঋণের খেলাপী কিস্তির ১৫% অথবা লেজারস্থিতির ১০% এ দু'য়ের মধ্যে যেটি কম।
(খ) মামলাকৃত ঋণের মূল স্যুট ভ্যালুর অন্যূন ১৫% ও হালনাগাদ মামলা খরচসহ আনুষাঙ্গিক অন্যান্য খরচ এককালীন নগদে পরিশোধ পূর্বক সুদ মওকুফের আবেদন করতে হবে।

৭.০ সুদ মওকুফ অনুমোদনের ক্ষমতা ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, ব্যাংকিং অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা-১ হতে জারীকৃত নীতিমালা অনুযায়ী সুদ মওকুফের উপরোক্ত মূল শর্তসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে নিম্নোক্ত সুদ মওকুফ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ/কমিটিকে পার্শ্বে উল্লিখিত নিয়মাচার অনুযায়ী সুদ মওকুফ অনুমোদন ক্ষমতা প্রদান করা হলোঃ

ক্রঃ নং	সুদ মওকুফ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ/কমিটি	সুদ মওকুফ অনুমোদনের ক্ষমতা
৭.১	মহাব্যবস্থাপক,স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়/কর্পোরেট শাখাপ্রধান/ শাখা ব্যবস্থাপক	(১) প্রতি ইউনিট সর্বোচ্চ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত মূল ঋণ সম্বলিত পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ৩০ জুন তারিখে বা তদ্পূর্বে "মন্দ/ক্ষতি (B/L)" হিসেবে শ্রেণীকৃত (ক) হস্তচালিত তাঁত ঋণের আরোপিত এবং অনারোপিত সুদের ১০০%। তবে এ মওকুফ প্রক্রিয়া কার্যকর করতে যদি আয় খাত ডেবিট করতে হয় তবে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নিতে হবে। মওকুফ অনুমোদন পর্ষদের এখতিয়ারধীন থাকবে। (খ) সকল প্রকার মাইক্রোক্রেডিট যেমন- স্বর্নির্ভর ঋণ, সেচ ঋণ, UNCDP/UNDP ঋণ, ঘরে ফেরা ঋণ, পাওয়ার টিলার ঋণ, ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের প্রদত্ত দারিদ্র বিমোচন খাতে বিতরণকৃত ঋণের আরোপিত এবং অনারোপিত সুদের ১০০%। তবে এ মওকুফ প্রক্রিয়া কার্যকর করতে যদি আয় খাত ডেবিট করতে হয় তবে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নিতে হবে। মওকুফ অনুমোদন পর্ষদের এখতিয়ারধীন থাকবে। (২) ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিতরণকৃত মূল ঋণ সম্বলিত কৃষি ঋণের আসল+ আসলের সমপরিমাণ সুদ +মামলা ও অন্যান্য খরচ আদায় করে এবং আয় খাত ডেবিট না করে অবশিষ্ট ১০০% অনাদায়ী স্থিতি/অনারোপিত সুদ ও ৫২- স্থগিত সুদ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপকগণ মওকুফ করবেন।
৭.২	মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক সুদ মওকুফ কমিটিঃ (১) মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ঃ সভাপতি (২) আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা ঃ সদস্য (৩) হেড কোয়ার্টার শাখা ব্যবস্থাপক ঃ সদস্য (৪) মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক/উমুক/পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ঃ সদস্য সচিব	৩.০০(তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণ সম্বলিত পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ৩০ জুন তারিখে বা তদ্পূর্বে "মন্দ/ক্ষতি (B/L)" হিসেবে শ্রেণীকৃত ঋণের কৃষি ও অকৃষি নির্বিশেষে (চা ঋণ ব্যতীত) বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে Cost of fund আবৃত করে এবং ব্যাংকের Income account debit না করে ৫২-স্থগিত সুদ খাতের অনাদায়ী স্থিতির সর্বোচ্চ ১০০% এবং অনারোপিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য।
৭.৩	বিভাগীয় সুদ মওকুফ কমিটিঃ (১) বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক ঃ সভাপতি (২) বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা ঃ সদস্য (৩) মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, হেড কোয়ার্টার ঃ সদস্য (৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক(পরিচালন/পরবর্তী জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা),বিভাগীয় কার্যালয় ঃ সদস্য (৫) সহকারী মহাব্যবস্থাপক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,বিভাগীয় কার্যালয় ঃ সদস্য সচিব	৫.০০(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণ সম্বলিত পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ৩০ জুন তারিখে বা তদ্পূর্বে "মন্দ/ক্ষতি (B/L)" হিসেবে শ্রেণীকৃত ঋণের কৃষি ও অকৃষি নির্বিশেষে (চা ঋণ ব্যতীত) ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে Cost of fund আবৃত করে এবং ব্যাংকের Income account debit না করে ৫২-স্থগিত সুদ খাতের অনাদায়ী স্থিতির সর্বোচ্চ ১০০% এবং অনারোপিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফযোগ্য।

চলমান পাতা-৪

৭.৪ ব্যবস্থাপনা পরিচালকঃ বাংলাদেশ গেজেট,অতিরিক্ত সংখ্যা,রবিবার,ডিসেম্বর-১৪,২০১৪ তারিখে প্রকাশিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়,ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং-২৮১-আইন/২০১৪ এর Part-II-Financial Powers সংক্রান্ত (j) নং পরিচ্ছেদে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের উপর ন্যস্ত সুদ মওকুফ সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতাবলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৯-০৬-২০০৬ তারিখের পত্র নং-২০৭,১৩-১১-০৬ তারিখের পত্রনং-৩৬২ এবং ১২-০২-২০০৮ তারিখের পত্র নং-৬৭ এ বর্ণিত সুদ মওকুফের মূল শর্তসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ৩০ জুন তারিখে 'মন্দ/ক্ষতি (B/L)' হিসেবে শ্রেণীকৃত ৫.০০(পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণ সম্বলিত (চা ঋণ ব্যতীত) ঋণের আয় খাত ডেবিট না করে অনাদায়ী আরোপিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% এবং অনারোপিত সুদের সর্বোচ্চ ১০০% মওকুফ করতে পারবেন। এ ধরণের সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিধি মোতাবেক মাঠ কার্যালয় হতে প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৭.৫ পরিচালনা পর্ষদঃ উপরোক্ত ৭.১, ৭.২ এবং ৭.৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্তৃপক্ষ/কমিটির ক্ষমতা বহির্ভূত পূর্ববর্তী অর্থ বছরের ৩০ জুন তারিখে "মন্দ/ক্ষতি(B/L)" হিসেবে শ্রেণীবিন্যাসিত সকল ধরনের ঋণের (চা ঋণ ব্যতীত) সুদ মওকুফ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সুদ মওকুফের মূল শর্তগুলি পরিপালন সাপেক্ষে বিধি মোতাবেক সুপারিশ সহকারে ঋণের ধরণ অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করতে হবে;

৮.০ সুদ মওকুফ কার্যক্রম/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অনুসরণ করতে হবে ঃ

৮.১ আলোচ্য নীতিমালার আলোকে মাঠ পর্যায়ে কমিটি কর্তৃক সুদ মওকুফের পর মওকুফ বাদে অবশিষ্ট পাওনা যদি থাকে তা মওকুফের শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করে বা কোন আদায়যোগ্য টাকা না থাকলে সেক্ষেত্রে মওকুফকৃত সকল ঋণ হিসাব নিষ্পত্তি করতে হবে। তাছাড়া এই মর্মে অঙ্গীকার নামা গ্রহণ করতে হবে যদি ভবিষ্যতে হিসাব সংক্রান্ত কোন ভুলত্রুটি থাকে তা ঋণ গ্রহীতা পরিশোধে বাধ্য থাকবে।

৮.২ মাঠ পর্যায়ে গঠিত সুদ মওকুফ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ/কমিটি কর্তৃক মওকুফকৃত সুদের ত্রৈমাসিক অবস্থার প্রতিবেদন পর্ষদ সভার সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপনঃ

(ক) শাখা কর্তৃক সুদ মওকুফ সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের সুদ মওকুফ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক মওকুফকৃত সুদের ত্রৈমাসিক অবস্থার প্রতিবেদন সংকলিত করে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক সুদ মওকুফ কমিটির বরাবরে প্রেরণ করবে। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক সুদ মওকুফ কমিটি কর্তৃক সুদ মওকুফ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের যথার্থতা যাচাই করে সংকলিত প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে ;

(খ) কর্পোরেট শাখা কর্তৃক সুদ মওকুফকৃত ঋণ হিসাবের সুদ মওকুফ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক মওকুফকৃত সুদের ত্রৈমাসিক অবস্থার প্রতিবেদন সংকলিত করে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সুদ মওকুফ কমিটির বরাবরে প্রেরণ করবে। বিভাগীয় সুদ মওকুফ কমিটি কর্তৃক সুদ মওকুফ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের যথার্থতা যাচাই করে সংকলিত প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে ;

(গ) এলপিও কর্তৃক সুদ মওকুফকৃত ঋণ হিসাবের সুদ মওকুফ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক মওকুফকৃত সুদের ত্রৈমাসিক অবস্থার প্রতিবেদন সংকলিত করে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ আদায় বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে ;

৮.৩ পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত সুদ মওকুফ সিদ্ধান্ত কর্পোরেট শাখা/শাখা কর্তৃক যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সঠিকতা যাচাইপূর্বক শাখাওয়ারী সংকলিত প্রতিবেদন ১৫ তারিখের মধ্যে মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক প্রাপ্ত প্রতিবেদনের সঠিকতা যাচাইপূর্বক কর্পোরেট শাখা/মুখ্য অঞ্চল/অঞ্চলওয়ারী সংকলিত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে ২০ তারিখের মধ্যে ঋণ আদায় বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

৮.৪ প্রজেক্ট মনিটরিং বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা এর ১১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-প্রকা/পিএমডি-০৫(৫৩৬৭)/২০১৪-২০১৫/৩৯৬ এ বর্ণিত আঞ্চলিক নিরীক্ষা কমিটি তাদের আওতাধীন শাখাসমূহের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সুদ মওকুফ প্রস্তাবগুলোর ৫% নমুনা হিসেবে যাচাই করবেন। প্রস্তাবগুলোতে সুদ মওকুফের অনুকূলে যে সকল কারণ উল্লেখ করা থাকে সেগুলোর সঠিকতা পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রাপ্ত অনিয়ম উল্লেখপূর্বক মতামতসহ বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে ঋণ আদায় বিভাগ/প্রজেক্ট মনিটরিং বিভাগ/আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

৮.৫ কর্পোরেট শাখা/শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক হস্ত চালিত তাঁত ঋণসহ সকল মাইক্রোক্রেডিট ও অকৃষি ঋণের সুদ মওকুফ সংক্রান্ত একটি তথ্য রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়সমূহ কর্পোরেট শাখা/শাখাসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত হস্তচালিত তাঁত ঋণের সুদ মওকুফ কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকি এবং সঠিকতা যাচাই করবেন। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্পোরেট শাখা/শাখা নিরীক্ষাকালীন সময়ে এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রমের সঠিকতা যাচাই করে সুস্পষ্ট মন্তব্য নিরীক্ষাপ্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করবেন;

৮.৬ শাখার সুদ মওকুফজনিত ব্যয় খাত প্রধান কার্যালয়ের খরচ হিসাবে ৪৪ প্রভিশন খাতকে ডেবিট করে শাখার ঋণ হিসাবকে ক্রেডিট করে ঋণ হিসাবটি অবসায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সুদ মওকুফের অনুমোদন পত্র পাওয়ার পর শাখা চূড়ান্ত নিরীক্ষা সাপেক্ষে ব্যাংকের পাওনা আদায় করে সুদ মওকুফ জনিত ব্যয় সমন্বয়ের জন্য প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রিয় হিসাব বিভাগ-১ এ পত্র লিখতে হবে এবং যে পরিমাণ টাকা সুদ মওকুফ জনিত ব্যয় হবে সেই পরিমাণ টাকার ক্রেডিট এ্যাডভাইজ গ্রহণ করতে হবে। প্রভিশন ঘাটতির ক্ষেত্রে সুদের হিসাবায়ন হবে ঃ

Dr. Head office provision A/c		Cr. Loan A/c

উদাহরণঃ মওকুফজনিত সুদ সমন্বয় পদ্ধতি(শাখা কর্তৃক)

ডেবিট			ক্রেডিট	
পরিমাণ	খাত		খাত	পরিমান
মওকুফজনিত সুদ ব্যয় (যেমন ১০০০/-)	১১১৪-আন্তশাখা লেনদেন হিসাব প্রকা		সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাব	১০০০/-
			সর্বমোট=	১০০০/-

মওকুফজনিত সুদ সমন্বয় পদ্ধতি(প্রধান কার্যালয় কর্তৃক)

ডেবিট			ক্রেডিট	
পরিমাণ	খাত		খাত	পরিমান
মওকুফজনিত সুদ ব্যয় (যেমন ১০০০/-)	৪৪-মন্দ ও ক্ষতিজনিত ব্যয়(প্রভিশন খাত)		১১১৪-আন্তশাখা লেনদেন হিসাব প্রকা	১০০০/-
			সর্বমোট=	১০০০/-

* নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়সমূহ কর্পোরেট শাখা/শাখাসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল ঋণ সম্বলিত কৃষি ঋণের আসলের দ্বিগুণের আওতায় ঋণ হিসাব বন্ধের কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকি এবং সঠিকতা যাচাই করবেন;

* অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক কর্পোরেট শাখা/শাখার পিরিওডিক্যাল অডিট করার সময় মাঠ পর্যায়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক মওকুফকৃত সুদের তথ্য রেজিস্টার সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে কি না তা যাচাই করবেন। মওকুফকৃত সুদের অবস্থার প্রতিবেদন এবং সুদ মওকুফ সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই অন্তে পরিলক্ষিত অনিয়ম/ত্রুটিসমূহ নিরীক্ষা আপত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চলমান পাতা-৫

৮.৭ বর্ণিত নীতিমালার আওতায় মামলা দায়েরকৃত কোন ঋণ হিসাব নিস্পত্তি করা হলে কর্পোরেট শাখা প্রধান/শাখা ব্যবস্থাপকগণ সোলেনামার মাধ্যমে আদালতে দায়েরকৃত মামলা নিস্পত্তি/প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ;

৮.৮ সুদ মওকুফকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে সুদ মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য টাকা পরিশোধের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কিস্তি অনুযায়ী আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সুদ মওকুফের শর্তানুযায়ী ঋণগ্রহীতা পরিশোধযোগ্য টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে কিংবা পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করলে তার নিকট হতে ঋণের পাওনা আদায়ে জরুরীভিত্তিতে উপযুক্ত আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে;

৮.৯ সুদ মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য টাকা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আদায় কিংবা ঋণের পাওনা আদায়ে ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়/কর্পোরেট শাখা/শাখার কোনরূপ গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে তজ্জন্য সুদ মওকুফ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়/কর্পোরেট শাখা প্রধান/শাখা ব্যবস্থাপক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দায়ী থাকবেন;

৯.০ <u>সুদ মওকুফের কার্যাবলী প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কার্যালয়ের বিভাগসমূহ</u> ঃ

(ক) <u>স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়</u> ঃ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের সকল ধরণের ঋণের সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;

(খ) <u>প্রজেক্ট মনিটরিং বিভাগ</u> ঃ সকল প্রকার প্রকল্প ঋণ, প্রকল্পসহ চলতি মূলধন ঋণ এবং প্রকল্পসহ বিল অব এক্সচেঞ্জ ঋণের সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;

(গ) <u>আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ</u> ঃ আমদানি/রপ্তানি ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের ঋণের সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;

(ঘ) <u>ঋণ আদায় বিভাগ</u> ঃ নগদ ঋণ/চলতি মূলধন ঋণ (প্রকল্পসহ চলতি মূলধন ঋণ এবং প্রকল্পসহ বিল অব এক্সচেঞ্জ ঋণ ব্যতীত) এবং কৃষি ঋণসহ অন্যান্য মেয়াদী/স্বল্প মেয়াদী ঋণের (চা ঋণ ব্যতিত) সুদ মওকুফ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ এবং সুদ মওকুফ নীতিমালা (চা ঋণ ব্যতিত) প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পাদন;

১০.০ ঋণের সুদ মওকুফের উপরোক্ত নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে জারীকৃত ঋণ আদায় মহাবিভাগের পরিপত্র নং-০৬/২০১৭ তারিখ ২৩.১০.২০১৭ইং বাতিল বলে গণ্য হবে।

অনুমোদনক্রমে-

০১/০৮/১৮

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ০২-৯৫৫৪১৬৯
তারিখঃ ০৬-০৮-২০১৮ খ্রিঃ

নং-প্রকা/আদায়-২(১)/সুদ মওকুফ/২০১৮-২০১৯/১২৫(১২০০)

<u>সদয় জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো</u> ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়,ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়,ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪। সচিব, পর্ষদ সচিবালয়/ সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়,ঢাকা।
০৫। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি (সিস্টেমস,কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং) বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা। উক্ত নির্দেশনামূলক পরিপত্রটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। উপ-মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়/স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা/সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়,বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে)।
১১। নথি/মহানথি।

০৬/০৮/২০১৮

(মোঃ এজহারুল হক ভূঁইয়া)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ০২-৯৫৬৩১৬৫

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয় 'কৃষি ব্যাংক ভবন'
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ক্রেডিট বিভাগ
www.krishibank.org.bd.

প্রকা/ক্রেবি(শাখা-৫)/রুমাবি-১৯৯(অংশ-২)/২০২৩-২০২৪/৮৯৮(১২০০) তারিখ ঃ ১৬ অক্টোবর ২০২৩

মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়
ঢাকা/গাজীপুর/নারায়নগঞ্জ/ মানিকগঞ্জ/ টাঙ্গাইল(দঃ)/ টাঙ্গাইল(উঃ)/কিশোরগঞ্জ/শেরপুর/জামালপুর/কুমিল্লা/লাকসাম/চাঁদপুর/নোয়াখালী/ফেনী/লক্ষীপুর/চট্টগ্রাম(পূর্ব)/চট্টগ্রাম(পশ্চিম)/পটিয়া/কক্সবাজার/মাদারীপুর/গোপালগঞ্জ/বরিশাল/ঝালকাঠি/পিরোজপুর/ভোলা/পটুয়াখালী/বরগুনা/বাগেরহাট/ঝিনাইদহ/মাগুরা/নড়াইল/কুষ্টিয়া/চুয়াডাঙ্গা ও মৌলভীবাজার অঞ্চল।
শাখা ব্যবস্থাপক (সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)।

বিষয় ঃ স্বনির্ভর ঋণসমূহ আদায়করণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে অনুমোদনক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ে শ্রেণীকৃত ও শ্রেণীযোগ্য ঋণসমূহ আদায় না হওয়ায় বিতরণকৃত অনাদায়ী ঋণ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কমিটির সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি কার্যক্রমের ১০(দশ) টাকার হিসাবধারীদের পুনঃ অর্থায়ন স্কিম এবং কৃষি খাতসহ পরিবর্তিত খাতে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি করতে হবে মর্মে বারংবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ঋণ গ্রহিতাদের প্রয়োজনে ব্যাংকের প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক সুদ মওকুফ প্রস্তাব বিবেচনা করে দ্রুত সময়ের মধ্যে এখাতের ঋণসমূহ আদায় নিশ্চিত করতে হবে মর্মে একাধিকবার পত্র মারফত অনুরোধ করা সত্ত্বেও এখাতে ঋণের আদায় খুবই হতাশাজনক।

০২। স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের অধিকাংশ ঋণ খেলাপী হয়ে পড়ায় BKB Risk Management Unit এর আগষ্ট/২০২৩ ইং মাসের সভায় উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বনির্ভর ঋণসমূহ নগদ আদায়ের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুদ মওকুফ, অবলোপন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্বনির্ভর ঋণ স্থিতি ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০৩। এমতাবস্থায়, স্বনির্ভর ঋণ স্থিতি ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এবং স্বনির্ভর কর্মসূচির খাতে বিতরণকৃত ঋণের আদায়ের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন পুর্নগঠিত ছক মোতাবেক মাসান্তে পরবর্তী মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগে ই-মেইল যোগে (dgmppd @krishibank.org.bd) প্রেরণ করার জন্য পুনঃরায় অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি- বর্ণনামতে।

আপনার বিশ্বস্ত

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)
উপমহাব্যবস্থাপক
ফোন : ০২২২৩৩-৫৮৬৮১
ই-মেইলঃ dgmppd@krishibank.org.bd

পত্র নং-প্রকা/ক্রেবি(শাখা-০৫)/রুমাবি-১৯৯(অংশ-২)/২০২৩-২০২৪/৮৯৮(১২০০) তারিখ ঃ ১৬ অক্টোবর ২০২৩

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো ঃ

০১। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-০১ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
০৩। উপ-মহাব্যবস্থাপক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। নথি।

(মোঃ পারভেজ কাওসার সরকার)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বিষয় ঃ BKB RMU নভেম্বর ২০২৩ মাসের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অবহিতকরণ ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

বিগত ৩১-১২-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিকেবি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ৫ম সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ ঃ

আলোচ্য সূচি নং	বিষয়	সিদ্ধান্ত
২.১	স্বনির্ভর, ভূমিহীন এবং নদী ভাঙ্গনজনিত এলাকায় বিতরণকৃত ঋনআদায়ের মাসিক তথ্য সভায় উপস্থাপন।	স্বনির্ভর, ভূমিহীন ঋণ আদায়/সমন্বয় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পুনরায় তাগিদপত্র প্রেরণ করতে হবে।পুনর্গঠিত ছকে স্বনির্ভর ঋণের মাসভিত্তিক হালনাগাদ তথ্য (বিতরণ ও আদায়সহ)সংগ্রহপূর্বক মনিটরিং জোরদার অব্যাহত থাকবে। এছাড়া ভূমিহীন ও নদী ভাঙ্গন এলাকার ঋণ হিসাবসমূহ আদায়/সমন্বয়ের মাধ্যমে বন্ধ করার কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সুদ মওকুফ, অবলোপন, আইনী ব্যবস্থা ইত্যাদি যৌক্তিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখ্য, স্বনির্ভর ও ভূমিহীন ঋণের সুদ মওকুফ ও অবলোপন প্রস্তাব প্রেরণের জন্য মাঠ কার্যালয়সমূহকে নির্দেশনা দিয়ে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-০২ মহোদয়ের স্বাক্ষরে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২.৩	এসিডি-১ ও মুজিববর্ষ ঋণ আদায় প্রসঙ্গে।	মুজিববর্ষ এবং এসিডি-১ খাতে প্রদানকৃত ঋণসমূহ অতি সম্প্রতি সময়ে বিতরণ করা হয়েছে তাই এ খাতের ঋণ শ্রেণীকৃত হওয়া খুবই হতাশাজনক। মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণকে এই খাতের অনাদায়ী ঋণসমূহ আদায়ে আলাদাভাবে মনিটরিং করতে হবে।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি প্রতিবেদন (হার্ডকপি ও সফটকপি) আগামী ১৮-০১-২০২৪ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

(এফ এম এ রহিম)
উপমহাব্যবস্থাপক
১১/০১/২৪

উপমহাব্যবস্থাপক
কৃষি ও পল্লী ঋণ বিভাগ
বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নং-প্রকা/আরএমডি/অপা-৩(RMU)/২০২৩-২০২৪/ ৬৫৫(২৪)

তারিখঃ ১১-০১-২০২৪